অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

সাফল্যের ১০ বছর

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

সাফল্যের ১০ বছর

২০০৯-২০১৮

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাফল্যের ১০ বছর

সূচি

শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার ১০ বছরের সাফল্য ২০০৯ থেকে ২০১৮	৯
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	৩১
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	৩৫
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৩৯
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	৪৩
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ৪৮	
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৫২
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৫৫
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	৫৮
বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	৬১
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	৬৪
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	৬৯
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)	৭১

বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে বর্তমান সরকার অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এ অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হবে যে, জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ খুব দূরে নয়। সরকারের এ অনন্য সাফল্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল।

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমির হোসেন আমু, এম. পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

বিগত প্রায় দশ বছরে শিল্প মন্ত্রাণালয়ে গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এটি এক দশকে শিল্পখাতে অর্জিত সাফল্যের একটি প্রামাণ্য দলিল। এর মাধ্যমে শিল্পখাতের উন্নয়নে সরকার গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রনণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে গত এক দশকে শিল্পখাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ইতোমধ্যে ৩৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের বৃত্ত থেকে বের হয়ে প্রায় ৮ শতাংশের কাছাকাছি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শিল্প খাতে ১২.০৬ শতাংশ, কৃষি খাতে ৪.১৯ শতাংশ এবং সেবাখাতে ৬.৩৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। রপ্তানির পরিমান বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসব ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির পেছনে শিল্পখাতের রয়েছে অনবদ্য অবদান।

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই শিল্পবান্ধব নীতি ও বিধি প্রণয়ন, মান অবকাঠামোর উন্নয়ন, মেধা সম্পদের সুরক্ষা, পণ্য ও সেবার গুনগত মানোন্নয়নসহ বেশকিছু বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নেয়া হয়। দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার পরিচালনাকালে টেকসই বেসরকারি খাত বিকাশে শিল্প মন্ত্রাণালয় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। গত দশ বছরে শিল্প মন্ত্রাণালয়ে জাতীয় শিল্প নীতি-২০১০ এবং আধুনিক ও সমন্বিত জাতীয় শিল্প নীতি-২০১৬, শিল্পপ্লট বরাদ্দ নীতিমালা-২০১০, জাতীয় মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি-২০১৭, শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস-২০১১, বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন-২০১৮, হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা-২০১৫, জাতীয় গুনগত মান (পণ্য) ও সেবানীতি -২০১৫, ট্রেডমার্কস আইন-২০০৯ সংশোধন, পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন সংশোধন, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (জি আই) আইন, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন-২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা-২০১৫, জাতীয় লবন নীতি-২০১১ এবং জাতীয় এস এম ই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি দক্ষ সার ব্যবস্থাপনা, ৬৩ বছরের পুরনো হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তর, দেশব্যাপী বিসিক শিল্পনগরি সম্প্রসারন, হাল্কা প্রকৌশল, কেমিক্যাল, প্লাস্টিক, ওষুধ (এপিআই), মুদ্রণ এবং অটোমোবাইল শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পনগরি স্থাপনের মাধ্যমে খাত ভিত্তিক পরিকল্পিত শিল্পায়নের প্রচেষ্টা এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রুপকল্প-২০২১ এবং রুপকল্প-২০৪১ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অন্যান্য মন্ত্রাণালয়ের মত শিল্প মন্ত্রাণালয়ও স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে দেশের শিল্পখাতে দৃশ্যমান অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রুপায়নে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমির হোসেন আমু

মোঃ আবদুল হালিম
ভারপ্রাপ্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন তথা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারসূচিত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শিল্পখাতেও গুণগত পরিবর্তন এসেছে। মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়, রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কৌশল হিসাবে শিল্পনীতিতে সরকারি এবং ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে ব্যাপক শিল্পায়নকে মূলভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করেছে। ফলে দেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদার হয়েছে। শিল্পখাতে দূরদর্শী ও উদ্যোক্তাবান্ধব নীতির ফলে নতুন নতুন শিল্প বিকশিত হচ্ছে। চামড়া শিল্পের আধুনিকায়ন ও ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী নদীসমূহ দূষণ মুক্ত রাখতে ঢাকা হতে সকল ট্যানারি সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। পাদুকা উৎপাদনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বে অষ্টম স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশে তৈরি ওষুধ ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৫১টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। অধিকন্তু, এ শিল্পের বিকাশের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপনে কাজ করছে।

উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্প বিকাশ তথা সার, কাগজ, সিমেন্ট, চিনি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনে শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বদা তৎপর। এ ছাড়া শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলার জন্য আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান, এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ প্রদান, এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক প্লট বরাদ্দ প্রদান, দেশব্যাপী শিল্পনগরী গড়ে তোলা, প্রকৌশল শিল্প স্থাপন ইত্যাদি প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে।

সরকারের এ সাফল্যকে অব্যাহত রাখার জন্য আমরা সচেষ্ট রয়েছি। অদম্য অগ্রযাত্রার এই দুর্বার কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াসে এই প্রকাশনা।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ আবদুল হালিম
ভারপ্রাপ্ত সচিব

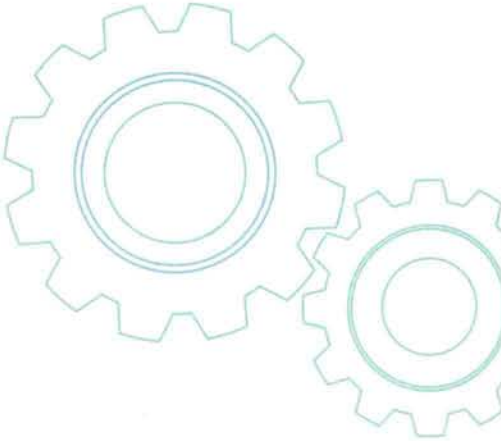

শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থার ১০ বছরের সাফল্য

২০০৯ থেকে ২০১৮

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৬ সালে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ প্রণয়ন করেন এবং এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন

শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন

দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আমদানীপণ্য নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

ভিশন ও মিশন অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকৌশল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'' প্রণয়ন করা হয়েছে। ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ। পরবর্তীতে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ কে অধিকতর যুগোপযোগী করার প্রয়াসে শিল্পনীতি বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় বিবেচ্য সময়ে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, বেসরকারিখাতের কার্যকর বিকাশে সব ধরনের নীতি সহায়তা প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদামাফিক সার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে খাবারে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে বিগত দশ বছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়নঃ টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে।

- ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০
- শিল্পপ্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০
- শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস্ ২০১১
- জাতীয় লবণনীতি ২০১১
- ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩
- রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩
- হস্ত ও কারু শিল্প নীতিমালা ২০১৫
- জাতীয় গুণগত মান (পণ্য) ও সেবানীতি ২০১৫
- ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা ২০১৫
- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৫
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন ২০১৭
- জাতীয় মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি-২০১৭
- বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮
- জাতীয় এস এম ই নীতিমালা

১.০ উল্লেখযোগ্য আইন ও নীতি

১.১ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬

বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই শিল্প মন্ত্রণালয় আজ সমৃদ্ধি ও সাফল্যের এই অবস্থানে পৌঁছেছে। সে ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০'' এবং পরবর্তীতে ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'' প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প ২০২১ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শিল্পখাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'' এ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ''জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'' এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ উদ্দেশ্যে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যম শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসহ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ এবং রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯

ইংরেজি ভাষায় প্রণীত পূর্বতন The Trademarks Act, ১৯৪০ রহিত করে ২০০৯ সালে বাংলা ভাষায় ''ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯'' প্রণয়ন করা হয়। নতুন আইনের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত সার্ভিস মার্কস রেজিস্ট্রেশনের বিধান সৃষ্টি করা হয়। TRIPS চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৬ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুপরিচিত (Well Known) ট্রেডমার্ক এর স্বার্থ সংরক্ষণের বিধান এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্যারিস কনভেনশনভুক্ত দেশের আবেদনের ক্ষেত্রে কনভেনশন অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। সমষ্টিগত মার্ক রেজিস্ট্রেশনের বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়া, ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিবন্ধনে বিরোধ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের বিধান করা হয়েছে। ''ট্রেডমার্ক আবেদনে কোন ত্রুটি না থাকলে অথবা নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট কোন বিরোধিতা না থাকলে বা আপত্তি না থাকলে, আবেদনকারী কর্তৃক নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনপত্র দাখিলের ১৫০ কার্য দিবসের মধ্যে নিবন্ধন সনদ দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

১.৩ দি শিপ ব্রেকিং এন্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস ২০১১ (The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011)

জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডকে সরকার ২১ মার্চ ২০১১ তারিখে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে। জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন নীতিমালা না থাকায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে ১২ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে The Ship Breaking and Ship Recycling Rules 2011 প্রণয়ন করা হয়। পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সর্ম্পকিত বিষয়াদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিধিমালার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি যেমন- পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিতব্য জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ইস্যু, পরিদর্শন অনুমতি, সৈকতায়ন (Beaching) ও বিভাজন (Cutting) অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে।

১.৪ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্তর্গত TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। উক্ত চুক্তির ২২ নং আর্টিক্যাল অনুযায়ী বাংলাদেশ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন ও সুরক্ষার বিধানকল্পে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে উৎপাদিত এ ধরণের পণ্য চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন ও পণ্যের অনুমোদিত ব্যবহারকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করাই এ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এই আইন প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জি আই পণ্যসমূহ যেমন-ঢাকাই জামদানি শাড়ী, পদ্মার ইলিশ, ফরিদপুরের নকশী-কাঁথা, রাজশাহীর ফজলি আম, টাংগাইলের তাঁতের শাড়ী, পোড়া বাড়ীর চমচম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, সিলেটের শীতলপাটি ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জি আই পণ্যসমূহকে রেজিস্ট্রশনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নকল ও অবৈধ বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে সুরক্ষা প্রদান করা যাবে। ফলশ্রুতিতে এসকল দেশীয় জি আই পণ্যের উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈধ উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গ/সংস্থা/সরকার প্রাপ্ত বাণিজ্যিক সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

১.৫ ''ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ'' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩

অপুষ্টি এবং অনুপুষ্টিজনিত সমস্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। এ অনুপুষ্টির মধ্যে ভিটামিন-এ, আয়রন, জিংক, আয়োডিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ভিটামিন এ স্বল্পতা জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম সমস্যা এবং একই সাথে এটি শিশুর প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব, শিশুরোগ এবং শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এ জন্য ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধের উদ্দ্যেশ্যে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বিক্রয়, সরবরাহ বা বিপণনে বাধ্য করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন অত্যাবশ্যক মনে করে শিল্প মন্ত্রণালয় ''ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ'' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। ''ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ

আইন, ২০১৩" এর আওতায় ভোজ্যতেলের আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন কিংবা অন্যান্য আধারের গায়ে প্রতীক সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা ও হোটেল, রেস্তোঁরাসহ বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও তদারকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটিতে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এ আইনে বিভিন্ন পর্যায়ে অপরাধ ও দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এ আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের কোটি কোটি মানুষের বিশেষ করে শিশুর অন্ধত্ব, শিশুরোগ এবং শিশু মৃত্যু ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

১.৬ শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০

ষাটের দশক হতে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি শিল্পনগরি স্থাপিত হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরিসমূহের প্লট বরাদ্দের জন্য ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোন নীতিমালা ছিল না। প্লট বরাদ্দ পত্রের শর্তাবলী এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী এতদিন প্লট বরাদ্দ এবং এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। ফলে শিল্পনগরিসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত ছিল না। সেই প্রেক্ষিতে প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র গ্রহণ, প্লট বরাদ্দকরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দের নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের ফলে বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

১.৭ জাতীয় লবণ নীতি ২০১১

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চলে নভেম্বর হতে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে সমুদ্রের পানি থেকে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। সরকারি উদ্যোগে ১৯৬১ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। লবণের কোন বিকল্প না থাকায় দেশের চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। দেশে বছরভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদা মোতাবেক লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কি কি প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিরূপণ ও উন্নত মানের লবণ উৎপাদনের কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে 'জাতীয় লবণ নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতির আলোকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উন্নত মানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে আমদানি হ্রাস পেয়েছে এবং আয়োডিনের অভাবজনিত রোগব্যাধি ১৯৯৩ সালে ৬৮.৯০% এর স্থলে বর্তমানে ৩৩.৮০% এ নেমে এসেছে।

১.৮ 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩

উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদানের জন্য ''রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩'' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও হাইটেক মোট ছয় ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ১৮ জন শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২৫ জন শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ১০ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ৩৯৫৪ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৭৯৬৪৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং ১১২১ টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ১৭৬৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ৬৪২ টি স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৬৫৫০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ৯৯৫ টি বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১৫৭২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

২.১ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০১৮ সালে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন		বৈদেশিক প্রশিক্ষন		সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা		সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
শিল্প মন্ত্রণালয়	২৫১	৪৪৮৬	৪৩৪	৭১৫	২৯০	৪৬৫	৩৬০	৮০১
বিসিআইসি	৭৯২	৩৯৭৬	৬৬	১১৬	৭৫	২০	১৬০২	২৯
বিএসএফআইসি	১৯৮	৪১৪৭	৩৮	৫৮	২৫	১০	১১৮	১৩
বিসিক	৮১৬	১৮৮০৮	৩০	৯৪	৩৫	১৮	৫৮	২১
বিএসইসি	২৪৯	৮৮৭	২৫	২৯	৫০	৫	৯৯	০৫
বিএসটিআই	১০২	২৮৪	২৫১	৩৮৪	৪১	২৩৫	১১২	৩৬২
বিআইএম	১৫১	২৭১১	০৮	১১	১২	০৪	২৭	০৩
ডিপিডিটি	৫৬	৩৪৫	৮০	৯৭	২১	৩৭	২৫৫০	৫৯
বিটাক	৩৭	৫৬	২৫	২৮	১৩	-	২০	-
বিএবি	৮৩	১১২২	২১	৪৬	৩৮	৪৫	৪৯৮	৭৮
এনপিও	২৬৭	৮৪৯১	১৩৪	১৭১	৩২	১৫৬	১০৯৮	২০১
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	৩২	৩৪	০৯	১৫	১০	-	৮	-
এসএমই ফাউন্ডেশন	৯২০	৩৪৩০০	-	-	-	-	-	-
মোট =	**৩৯৫৪**	**৭৯৬৪৭**	**১১২১**	**১৭৬৪**	**৬৪২**	**৯৯৫**	**৬৫৫০**	**১৫৭২**

২.২ জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ৪০০৯ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৪১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০১৮ (জুন/১৮পর্যন্ত) সালে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি				মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০৩	০৯	২২	২৭	৬১
বিসিআইসি	৩০৯	৪৮০	১৭১	২৪০	১২০০
বিএসএফআইসি	৩১৯	৫৬	৩৩৮	৪৭৬	১১৮৯
বিসিক	১৩৭	১০৯	১২৮	৫১	৪২৫
বিএসইসি	১৯৬	৪১	৬৬	২৯৬	৫৯৯

বিএসটিআই	০৫	১২২	৪৮	১৯	১৯৪
বিআইএম	১৮	০১	০৯	১৮	৪৬
ডিপিডিটি	৩০	০	১৮	০	৪৮
বিটাক	০৭	০২	৪৯	৭৬	১৩৪
বিএবি	০৯	০	০৫	০৮	২২
এনপিও	০৭	০	১০	০১	১৮
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৭	০	০৩	০৫	১৫
এসএমই ফাউন্ডেশন	৪১	০৮	০৩	০৬	৫৮
মোট=	**১০৮৮**	**৮২৮**	**৮৭০**	**১২২৩**	৪০০৯

২.৩ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০০৯-২০১৮ (জুন/১৮পর্যন্ত) সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি			মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০১	২০	০৬	২৭
বিসিআইসি	২৩৯৬	২২৭	৪৮৬	৩১০৯
বিএসএফআইসি	৯৫৪	১০১	৫৬৪	১৬১৯
বিসিক	৪৫৪	১৯৭	১২৯	৭৮০
বিএসইসি	২২৫	১৭	০৭	২৪৯
বিএসটিআই	১১৮	১২	২৮	১৫৮
বিআইএম	১৪	০	১৮	৩২
ডিপিডিটি	০৩	০২	১১	১৬
বিটাক	২৪	৬৩	২৮২	৩৬৯
বিএবি	০	০	০	০
এনপিও	১৬	০	০১	১৭
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৬	০	০	০৬
এসএমই ফাউন্ডেশন	৩৩	০	০	৩৩
মোট=	**৪২৪৪**	**৬৩৯**	**১৫৩২**	**৬৪১৫**

৩.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। উক্ত মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন বিবেচনায় রেখে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি শিল্পোন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্ব দেয়া, নতুন শিল্প কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন, নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্পের জন্য জায়গা নির্ধারণ, জেলা ও উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানে কোন স্থানে শিল্প এলাকা স্থাপিত হবে তা চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, সচিব ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪.০ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান

বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার নির্দেশাবলী ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদানের জন্য বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্পের সাথে জড়িত এ পর্যন্ত ২৫ জন শিল্প উদ্যোক্তা/ প্রতিষ্ঠানকে "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার" দেওয়া হয়েছে।

"রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার" প্রদান অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

৫.০ সিআইপি (শিল্প) মর্যাদা প্রদান

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন করে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে পদাধিকারবলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর নির্ধারিত ১৫ জন সদস্যকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৬ ক্যাটাগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। সিআইপি (শিল্প) ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে সার্থক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সিআইপি (শিল্প) হিসাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট-৩৪০ জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) ঘোষণাক্রমে সিআইপি (শিল্প) কার্ড হস্তান্তর করা হয়েছে।

'সিআইপি (শিল্প) কার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

৫.১ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) কার্ড হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্য

সন	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০০৯	৭	২২	৯	১	-	-	-	৩৯
২০১০	১০	১৮	৯	৫	-	-	-	৪২
২০১১	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
২০১৪	১২	২১	৯	৬	২	১	৫	৫৬
২০১৫	৮	২০	১২	৫	২	২	৯	৫৮
২০১৬	৮	২০	১২	৫	১	১	৯	৫৬
সর্বমোট	**৬৪**	**১৩৫**	**৬৭**	**৩০**	**০৮**	**০৫**	**৩১**	**৩৪০**

৬.০ আন্তর্জাতিক বিষয়ক কার্যক্রম

বিগত ১০ বছরে ০৭টি দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ও ০২টি বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও ৮টি সমঝোতা স্মারক ও এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত অপর একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ০৪/১০/২০১৭ তারিখে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে Joint Interpretative Note (JIN) স্বাক্ষরিত হয়। বিগত সরকারের সময়ে ডি-৮ শিল্পমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনসহ ০৪টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলন/সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আঙ্কটাডের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

৬.১ দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি

বাংলাদেশের সাথে এখন পর্যন্ত মোট ৩০ (ত্রিশ) টি দেশের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত ০৫ (পাঁচ) টি চুক্তি বিগত ২০০৯-২০১৩ সময়ে স্বাক্ষরিত হয়েছেঃ

(ক) বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই গত ০৯.০২.২০০৯ তারিখে ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(খ) ০৫.১১.২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(গ) বাংলাদেশ সরকার ও সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি গত ১৭.০১.২০১১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

(ঘ) তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১১-১৩ এপ্রিল ২০১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তুরস্ক সফরকালীন ০৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে 'পারস্পরিক পুঁজি বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ চুক্তি' অন্যতম।

(ঙ) গত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১৩ বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়ে ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও পারস্পরিক সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(চ) ১৬-১৮ জুন ২০১৪ কম্বোডিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কম্বোডিয়া সরকারের পক্ষে সে' দেশের H.E. Mr. SOK Chenda Sophea, Minister attached to Prime

Minister and Secretary-General of Cambodian Council for Development এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

(ছ) কুয়েতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৩-০৫ মে ২০১৬ সময়ে বাংলাদেশ সফরকালীন গত ০৪ মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও কুয়েত সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কুয়েত সরকারের পক্ষে কুয়েতের উপপ্রধানমন্ত্রী জনাব আনাস খালিদ আল-সালেহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তিসমূহ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের বিনিয়োগকারীদের অপর দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে দু'দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

(ক) দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি;
(খ) শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি;
(গ) প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ বৃদ্ধি;
(ঘ) স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেলারুশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

৬.২ বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক চুক্তি

সার্কভুক্ত ০৮ (আট) টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাঁধা দূর করার প্রয়াসে গত ১০-১১ নভেম্বর ২০১১ মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ০২ (দুই) টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ঃ

(i) Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of Conformity Assessment
(ii) SAARC Agreement on Implementation of Regional Standard.

সার্ক সদস্যভুক্ত ০৮ (আট) টি দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে সার্ক এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। স্ব-স্ব দেশে আন্তর্জাতিক মান (International Standards) ও সাযুজ্য নিরূপণ (Conformity Assessment) ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যে কারিগরি বাধা (Technical Barrier to Trade) অপসারিত হবে। অধিকতর বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনীতিতে আরো গতিশীলতা আসবে মর্মে আশা করা যায়।

৬.৩ অন্যান্য সহযোগিতামূলক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক

(ক) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে Belarusian State Centre for Accreditation ও বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের সংস্থা ০২ (দুই) টির মধ্যে এই সহযোগিতামূলক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে দু'দেশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের একটি অভিন্ন মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

(খ) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের সময় গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Agro-Industrial Manufacturing সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। দু'দেশের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে উভয় দেশের শিল্প ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

(গ) Asia Pacific Trade Agreement এর আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে Investment Promotion & Protection Agreement among the APTA Participating States স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে 'আপটা' ভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশ, চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, শ্রীলংকা, নেপাল ও ফিলিপাইন এর মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় গত ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) ও ভারতীয় মান সংস্থা ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একইসাথে ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ ভারতের সহায়তায় বিএসটিআই এর মান উন্নীত পরীক্ষাগারের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন।

(ঙ) গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাহরাইন সফরকালে বাংলাদেশ সরকার ও বাহরাইন সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাহরাইন সরকারের পক্ষে বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খালিদ বিন আহমেদ আল খলিফা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

(চ) মাননীয় শিল্প মন্ত্রী গত ১-২ মার্চ ২০১৬ তারিখ সৌদি আরব সফর করার সময় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এবং সৌদি আরবের জাতীয় মান সংস্থা সৌদি স্ট্যান্ডার্ডস মেট্রোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটি অর্গানাইজেশন (সাসো/SASO) এর মধ্যে মান বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক কারিগরি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ছ) গত ১০-১১ মে ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় বিএসটিআই ও নেপালের মান প্রণয়নকারী সংস্থা Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) and Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(জ) ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে মেধাসম্পদ বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীনের মান সংস্থা SIPO (The State Intellectual Property Office of the PeopleÕs Republic of China) এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(ঝ) ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও চীনের মান সংস্থা Standardization Administration of China (SAC) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(ঞ) ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও ভুটানের মান সংস্থা Bhutan Standards Bureau (BSB) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।

(ট) ১৮/১২/২০১৭ তারিখ তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও তুরস্কের জাতীয় মান সংস্থা TSE মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(ঠ) ১৯/১২/২০১৭ তারিখ তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে SME Foundation (SMEF) ও তুরস্কের Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB)-এর মধ্যে এসএমই বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(ড) ৫/০৩/২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে Machinery Manufacturing Cooparation বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ঢ) Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও ASTM International USA-এর মধ্যে গত ৩০/৪/২০১৮ তারিখ মান বিষয়ক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ণ) ০৪-১০-২০১৭ তারিখ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইতোপূর্বে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা চুক্তির সম্পূরক অংশ হিসাবে Joint Interpretative Notes (JIN) স্বাক্ষরিত হয়।

৭.০ সেমিনার/কর্মশালা/সম্মেলন

(ক) ০৭ জুন ২০১০ তারিখে Seminar on "Application of Green Technology in SME Sector for Sustainable Industrial Development of Bangladesh" ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) ১৯-২০ জুলাই, ২০১০ তারিখে WIPO কর্তৃক আয়োজিত "Regional forum on Intellectual Prperty for the Policy Makers of the Least Developed Countires of Asia and the Pacific Region" শীর্ষক কনফারেন্স ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফোরামে মেধাস্বত্ব বিষয়ক (Patent, Design, Trademarks and Copyright) চৌদ্দটি থিমের উপর আলোচনা করা হয়। ফোরামে এশিয়া ও প্রশান্ত মাহসাগরীয় অঞ্চলের ১৪টি দেশের মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় ও জেনেভাস্থ International Institute for Sustainable Development (IISD) এর যৌথ উদ্যোগে "Bilateral Investment Treaty Organizations & Dispute" শীর্ষক একটি কর্মশালা শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে এনপিও'র উদ্যোগে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় একটি বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৩ (তিন) টি ঘোষণা প্রদান করেন ঃ

(১) উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা;

(২) জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা; এবং

(৩) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার কাজ সমাপ্ত করেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি ও কাঠামোগত উন্নয়ন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে একটি বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্চ ২০১২ এ ঢাকায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) প্রতি বছর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টরভিত্তিক প্রতি অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রোগ্রাম করে থাকে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৯টি বহুজাতিক সেমিনার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ১৯টি সেমিনারে মোট ২৫৭ জন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৫২ জন বিদেশী এবং ১০৫ জন দেশীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

(ছ) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের এ্যাসেসর পুলকে আরো শক্তিশালী এবং এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের উপর ১৭টি এ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ২৩টি অন্যান্য কারিগরি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে কোর্সে অংশগ্রহণকারী মোট ৮৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিষয় ভিত্তিক দক্ষ এবং বিএবি'র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমন্বয়ে এ্যাসেসর পুল গঠন করা হয়।

(জ) মে ২০১২ এ শিল্প মন্ত্রণালয় ও জেনেভাস্থ International Institute for Sustainable Development (IISD) এর যৌথ উদ্যোগে "Bilateral Investment Treaty Organizations & Dispute" শীর্ষক একটি কর্মশালা

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে ২৮জন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

(ঝ) ডি-৮ ভুক্ত দেশের 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এবং 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation:

ডি-৮ সম্মেলনে মন্ত্রী পর্যায়ের পর্বটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

(ঞ) ০৮-০৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখে D-8 এর 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation এর আওতায় ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মন্ত্রীপর্যায়ের পর্বটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। Ministerial Meeting-এ Dhaka Declaration অনুমোদিত হয় এবং এর মাধ্যমে উ-৮ ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ শিল্প সেক্টরে অদূর ভবিষ্যতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে ডি-৮ সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ

৮.০ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (Ship Recycling Industry)

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্টিল মিলের কাঁচামালের চাহিদার সিংহভাগ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প থেকে মেটানো হয়। এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, উন্নত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, উপকূলীয় অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশ সুসংহতকরণের লক্ষ্যে বিপজ্জনক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিনির্মাণ আইনি কাঠামোর মাধ্যমে এ শিল্পের উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২১ মার্চ ২০১১ তারিখে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত বিষয়াদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

৮.১ পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় উত্তর ছলিমপুর, ভাটিয়ারী, জাহানাবাদ, শীতলপুর, দক্ষিণ সোনাইছড়ি, মধ্য সোনাইছড়ি ও উত্তর সোনাইছড়িসহ মোট ০৭ টি মৌজাকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাহাজভাঙ্গা শিল্প জোন' ঘোষণা করা হয়েছে।

৮.২ এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৩ পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চর নিশানবাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী মধুপাড়া মৌজা নিয়ে মোট ১০৫ একর জমিতে এ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৮.৪ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানুয়ারি, ২০১২ সাল হতে ৩০ জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৪১০ টি জাহাজের অনুকূলে বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়কালে উক্ত জাহাজসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন ফি বাবদ সরকারি খাতে ৮,২৪,১২,৫৭১.৩৪ (আট কোটি চব্বিশ লক্ষ বার হাজার পাঁচশত একাত্তর টাকা চৌত্রিশ পয়সা) জমা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত বোর্ড/শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে পরিচালিত ব্যাংকে ৮,৫১,০৬৭৪৭.৫০ (আট কোটি একান্ন লক্ষ ছয় হাজার সাতশত সাতচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা জমা রয়েছে। অর্থাৎ এ খাতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৬,৭৫,১৯,৩১৮.৮৪ টাকা। তাছাড়া বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাইক্লার্স এসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ) এর তথ্য মতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কাস্টমস ডিউটি, AIT, ভ্যাট ইত্যাদি মিলিয়ে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সরকারি খাতে জমা হচ্ছে।

৯.০ বার্ষিক প্রতিবেদন ও শিল্প বার্তা প্রকাশ

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক ও সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসহ চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রতিফলিত করে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ''শিল্প বার্তা'' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করা হচ্ছে।

১০.০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিগত ১০ বছরের (২০০৯-২০১৮) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
১	বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর (সংশোধিত)	(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১২) ১৩৬.৩২	সমাপ্ত	
২	ইস্টাবলিস্টমেন্ট অব এন অরগানিক বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেসমাড এ্যাট কেরুজ সুগার মিলস্? (সংশোধিত)	(জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০১২) ৭২৪.৬৫	সমাপ্ত	

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
৩	বিএমআর অব ফরিদুপুর সুগার মিলস লি.	(জুলাই, ২০০৯-জুন ২০১৩) ২৫৮৩.৭৪	সমাপ্ত	
৪	বিভিন্ন চিনিকলের পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর এবং বয়লার প্রতিস্থাপন,	(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩) ৪৩৬২.১৭	সমাপ্ত	
৫	Modernization of BSTI through Procurement of Sophisticated Equipment & Infrastructure Development of Laboratories for Accreditation. (1st Revised)	(জানুয়ারি ২০০৯-জুন ২০১৩) ২২২৫.০০	সমাপ্ত	
৬	Establishment of the Office of South Asian Regional Standards Organization (SARSO) in Bangladesh.	(জুলাই ২০১১-জুন ২০১৩) ২২১১.৯২	সমাপ্ত	
৭	Modernization and Strengthening of Bangladesh Standard and Testing Institutions (BSTI). (1st revised)	(অক্টোবর ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৩) ২৮১৩.৯৫	সমাপ্ত	
৮	বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই (সংশোধিত)	(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৪) ২৪৯৫.০০	সমাপ্ত	
৯	বিএমআর অব কেপিএম লিঃ	(জানুয়ারি ০৮ হতে জুন ১৪) ৪০১৮৩.৯৮	সমাপ্ত	
১০	Establishment of Calibration and Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI.	(জুলাই ২০১১-জুন ২০১৪) ৫২০.০০	সমাপ্ত	

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
১১	Better Quality Infrastructure of Better Works and Standards Programme,	(জুলাই ২০১১-জুন, ২০১৪) ৪৮২৬.০৪	সমাপ্ত	
১২	Barrier Removal to the cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL)	(জুলাই ২০১০- জুন ২০১৪) ১৮৬৩.০০	সমাপ্ত	
১৩	পাবনা বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ	(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) ৩৫৯৫.০০	সমাপ্ত	
১৪	Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction (INSPIRED)	(০১/০৭/২০১১-২৮/০২/২০১৮) ১৯৭২৩.০০	সমাপ্ত	
১৫	Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)	(০১/০৭/২০১৩-৩১/০৩/২০১৮) ২১৭৮.০০ ১০০%	সমাপ্ত	
১৬	শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট	১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৯), ৪৯৮৪৯৭.০০ ৯৮%		চলমান
১৭	Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries in Bangladesh	(জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯) ৫০১৭.০০ ৯৮%		চলমান
১৮	"কনভারশন অব ওয়েট প্রসেস ড্রাই প্রসেস অব্ ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ"-প্রকল্প	(জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯) ৬৬৬৮২.০০ ১৮%		চলমান
১৯	সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের)টি বাফার গোডাউন নির্মাণ,	(জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) ৪৮২০৩.৬৯ ১৩%		চলমান

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
২০	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৩য় সংশোধিত)	(০১/০১/২০০৩-৩০/৬/২০১৯) ১০৭৮৭১.০০ ৭০%		চলমান
২১	এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত)	(০১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০২০), ৩৩১৮৬.০০ ৭০%		চলমান
২২	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ অনুমোদিত	(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০২০ প্রস্তাবিত), ৯৮৮৫.০০ ৮০%		চলমান
২৩	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, নিশবেতগঞ্জ-রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর (২য় পর্যায়	(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) ১১০৪.০০ ৫০%		চলমান
২৪	বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) ২০২০ পর্যন্ত প্রস্তাবিত। ১৬১৬.০০		চলমান
২৫	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ অননুমোদিত	(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৯) ৬২৮৪৫.০০ ৩০%		চলমান
২৬	সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরী কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (৩য় পর্যায়)	(০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৮), ৭২৯১.০০ ৯৫%		চলমান
২৭	বিসিক শিল্প নগরী বরগুনা অনুমোদিত	(০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৮), ১১১৬.০০ ৩০%		চলমান
২৮	আধুনিক প্রযুক্তির মৌচাষ উন্নয়ন	(০১/০৭/২০১২-৩১/১২/২০১৮), ৯৩৬.০০ ৯৫%		চলমান
২৯	শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী	(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৯) ৪০১৪.০০		চলমান
৩০	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব অনুমোদিত	(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৮), ২০২০ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৭২৯১.০০ ৪০%		চলমান

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
৩১	বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি	(০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৮) ১৬৭৮.০০ ৭০%		চলমান
৩২	রাজশাহী শিল্প নগরী সম্প্রসারণ	(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) (জুন ১৯ পর্যন্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে) ১২৮৮১.০০ ৩০%		চলমান
৩৩	ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ	(জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৮) ৩৪৫৩.০০ ৪০%		চলমান
৩৪	বিসিক শিল্প নগরী, চুয়াডাঙ্গা, ১ম সংশোধিত	(জুলাই ২০১৪-জুন ২০২০) ৪২৮০.০০ ৩০%		চলমান
৩৫	বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন	(০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) ২০০০.০০ ৪৫%		চলমান
৩৬	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) ৬২০০.০০ ৩০%		চলমান
৩৭	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল	(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) (জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে) ১৬৪০০.০০ ৩০%		চলমান
৩৮	বিসিক প্লাষ্টিক এষ্টেট	(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) ১৩৩০০.০০ ১০%		চলমান
৩৯	Poverty Reduction through inclusive and sustainable Market (PRISM)	(০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০২৪) ৩২৪৯০.০০ ২০%		চলমান
৪০	নরসিংদী বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ	(২০১৫-জুন ২০১৯) ৭৬৮৫.০০ ৪০%		চলমান

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
৪১	বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী	(জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৮) ১৩৮৭০.০০ ১০%		চলমান
৪২	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী	(জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯) ২১৩২৬.০০ ২০%		চলমান
৪৩	বিসিক শিল্প নগরী, রাউজান	(জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) ৭৯৮৪.০০ ২০%		চলমান
৪৪	মাদারিপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	(জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) ৩৭৭৩.০০ ২০%		চলমান
৪৫	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরী অনুন্নত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত পুনঃনির্মাণ	(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৮) ৫২২০.০০ ২০%		চলমান
৪৬	বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং বিডি লিঃ (সংশোধিত)	(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৯), ৪৬৫৭.০০ ৬০%		চলমান
৪৭	Replacement of Old Machinery and Addition of Machinery for Beet Sugar Production at Thakurgaon Sugar Mill Ltd	(০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৮) ৪৮৫৬২.০০ ১৭%		চলমান
৪৮	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন সং	(০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) ৩২৪১৮.০০ ১৬%		চলমান
৪৯	Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 Districts)	(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৯) ৫১৮২.৪৫ ৯০%		চলমান

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প (প্রকল্পের নাম)	উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			২০০৯	২০১৮
১	২	৩	৪	৫
৫০	এস্টাবলিশমেন্ট অভ টেসিটং ফ্যাসিলিটিজ অব এয়ার কনডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ইলেক্ট্রিক ফ্যান এন্ড ইলেক্ট্রিক মটর ইন বিএসটিআই অনুমোদিত 'ডিসে:' ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত।	(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) ১২০০.০০ ৯০%		চলমান
৫১	Modernization of BSTI Regional offices at Chittagong Khulna.	(জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯) ৪৬৫৭.০০ ৩০%		চলমান
৫২	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি	(০১/০৭/২০০৯-৩০/০৬/২০১৯) ৭১৯৬.৬৪ ৯০%		চলমান
৫৩	বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন	(০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮) ৭২২৬.০০ ৪০%		চলমান
৫৪	এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল	(জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮) ৩৯৯৭.০০ ৬০%		চলমান
৫৫	প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ	(জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০) ১৮৭৭৩.০০ ১০%		চলমান
৫৬	Construction of office building for national productivity organization (NPO) and department of patents, designs and trademarks (DPDT) with modern facilities	(অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৮) ৬৫৯২.৯২ ১০%		চলমান
৫৭	জাতীয় গুণগত মান নীতি বাস্তবায়ন ও বিএনকিউআরটিসি অফিস স্থাপন	(জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২০) ২১৬০.০০ ১৫%		চলমান

১১.০ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

১১.১ শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পঃ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সারের চাহিদা মেটাতে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে মোট ৪৯৮৪৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৫ লাখ ৮০ হাজার ৮শ' মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪-১০-২০১৬ যৌথভাবে কারখানাটির শুভ উদ্বোধন করেছেন। সুবৃহৎ সার কারখানায় ২০১৬ সন থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে।

১১.২ ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পঃ কৃষি খাতে সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ (ইউএফএফএল) ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (পিইউএফএফএল)-এ ব্যবহৃত একই পরিমাণ গ্যাস দিয়ে পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ এর খালি জায়গায় শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব একটি মেগা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি স্থাপন করার জন্য ''ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" এর ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত ফ্যাক্টরির মাধ্যমে প্রতি বছরে ৯,২৪,০০০ মে. টন সার উৎপাদন হবে যার ফলে আমদানি নির্ভরশীলতা কমবে, বাৎসরিক বৈদেশিক মুদ্রায় ২৭২৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং ৯৬৮ জনের কর্মসংস্থান হবে।

১১.৩ সাভার চামড়া শিল্প নগরীঃ রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়ণপুর ও চরআলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরি প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯২টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। নির্মাণাধীন CETP এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের ২১টি অঙ্গের সিভিল কাজের প্রায় ৯৭% এর অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৭১৮৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিল্পনগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীন রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, বিদ্যুৎ এবং পানি সরবরাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস ইউনিটসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়াও শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এর মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরিতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চামড়া শিল্পে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা জাতীয় আয়ে (জিডিপিতে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এখানে ২০৫টি প্লটে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপন হবে। ইতোমধ্যে ১১৫টি শিল্প ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে। এতে প্রায় ১.০০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

১১.৪ এপিআই শিল্প পার্কঃ ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের প্রথম অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপিত হচ্ছে। প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষের পথে। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্লট বন্টন সম্পন্ন হয়েছে। এই শিল্প পার্ক স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন ওষুধের মূল্যে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে অন্যদিকে আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

১২.০ বন্ধ কারখানা পুনঃচালুকরণ ও নতুন কারখানা স্থাপন

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার উদ্যোগ নিয়েছে ফলে একসময় বন্ধ হয়ে যাওয়া নিম্নবর্ণিত কারখানাসমূহকে পুণরায় লাভজনক অবস্থায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

১২.১ চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃ চালুকরণঃ চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পুনঃ চালুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৭-১১-২০১৬ তারিখে কারখানাটিতে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়। সিসিসি চালু হলে বার্ষিক ৬৬০০ মেট্রিক টন কষ্টিক সোডা, ৯৯০০ মে. টন হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ১১২৫ মেট্রিক টন লিকুইড ক্লোরিন এবং ৩৩০০ মেট্রিক টন ব্লিচিং পাউডার উৎপাদিত হবে যা আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাসের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

১২.২ কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেডঃ কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড (কেপিএমএল) এ নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২৪-০৫-২০১৭ তারিখে বিসিআইসি এবং M/S Saudi Salwa Company(SSC), KSA এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়।

১২.৩ ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডঃ ১৯৩৭ সালে সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতিষ্ঠিত ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ কারখানাটি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়ে লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। কারখানাটিকে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি সন্নিবেশ করে বার্ষিক ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা এবং ড্রাই পদ্ধতিতে দৈনিক ১,৫০০ মেঃ টন করে বৎসরে ৪,৫০,০০০ মেঃ টন ক্লিংকার উৎপাদন করার লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত।

১২.৪ যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (জেএফসিএল)ঃ ১৯৯১ সালে স্থাপিত বার্ষিক ৫.৬১ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় জুলাই ১৯৯২ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হ্রাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে উক্ত সার কারখানাটির বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও ব্রেক ডাউন হ্রাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

১৩.০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/দপ্তর সমূহ

সংস্থা	দপ্তর
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	এসএমই ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

১৪.১ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর করপোরেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। দেশে সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউরিয়া সার উৎপাদন, আমদানি ও দেশব্যাপী সরবরাহের মত গুরুদায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিসিআইসি দেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৩টি চালু কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল ও ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার কারখানা রয়েছে। দেশকে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ন করার লক্ষ্যে প্রতি বছর দশ লক্ষ সাত হাজার চারশত আটানব্বই মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি ইউরিয়া সার আমদানি করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৯১ টি উপজেলায় প্রায় ৫৫৯৫ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কৃষকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে দেশের অন্যতম বৃহৎ শাহ্জালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ সহায়তায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৫,৮০,০০০ (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার) মে: টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই সুবৃহৎ সার কারখানায় ২০১৬ সন থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি এবং চীনা বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহায়তায় এখানে বিশ্বমানসম্পন্ন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং শাহজালাল সার কারখানার বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। তাছাড়া আপতকালীন সার মজুদ ও সংরক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দুটি নতুন বাফার গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমান সরকার স্বল্প মূল্যে ও যথা সময়ে দেশের আপামর কৃষকের দোরগোড়ায় চাহিদানুযায়ী সার সরবরাহ নিশ্চিত করছে।

শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(ক) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (জেএফসিএল) এর ''মেরামতের মাধ্যমে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা'' প্রকল্প।

যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (জেএফসিএল)

বার্ষিক ৫.৬১ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ ১৯৯১ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় জুলাই ১৯৯২ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হ্রাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে উক্ত সার কারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও ব্রেক ডাউন হ্রাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি হতে ১৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকার অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন কাজ গত জুন ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সার কারখানাটি এক দিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে ১৭০০ মেঃ টন সার কম উৎপাদন হয়, ফলে কারখানার ২৩৮.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় এবং ঐ পরিমাণ সার বিদেশ হতে আমদানি করতে প্রায় ৫৯৫.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়।

(খ) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (ইউএফএফএল) এর ''মেরামতের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা'' প্রকল্প।

ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি. (ইউএফএফএল)

বার্ষিক ৪.৭০ লক্ষ মে: টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সারকারখানা লি. ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয়। কারখানাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৭২ সালে। দীর্ঘদিন চলার ফলে কারখানাটির যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং লিকেজ এর কারণে এর উৎপাদন হ্রাস পায়, ডাউন টাইম বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে উক্ত সার কারখানাটির বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট পরিবর্তন/মেরামতের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও ব্রেক ডাউন হ্রাস এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি হতে ৯৭০১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারখানাটির পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এই পুনর্বাসন কাজ জানুয়ারি ২০০৮ শুরু হয় এবং জুন ২০০৯ এ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, সার কারখানাটি এক দিন উৎপাদন বন্ধ থাকলে কারখানার ১৯৯.০৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিদেশ হতে উল্লেখিত পরিমাণ সার আমদানি না করার কারণে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

(গ) বাফার গোডাউন স্থাপন সারের সুষ্ঠু বিতরণ: সারের সুষ্ঠু বিতরণ অব্যাহত রাখা ও ভবিষ্যতে সারের বর্ধিত চাহিদা মোকাবেলার জন্য প্রতিটি ১০,০০০ মেঃ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের ১৩টি জেলায় নতুন বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫,১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ৩৪ টি বাফার গোডাউন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে। বিগত দশ বছরে দেশের সারের কোন সংকট দেখা যায়নি। দেশের কৃষক ও জনগণের কাছে সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঘ) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ কে লাভজনক ভাবে পরিচালনা করতে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

১৪.২ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীণ ১৫ টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ১টি জৈবসার কারখানা রয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন মিলজোনে উন্নত জাতের ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণ, স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন, সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে চিনির বাজার দর স্থিতিশীল রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। চিনি শিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে । বিএসএফআইসি-র চিনিকলগুলো থেকে উৎপাদিত স্বাস্থ্যসম্মত দেশীয় আখের চিনি ইতোমধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং বর্তমান সরকারের সময়ে চিনি বাজারদর স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছে। চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন ও বহুমুখী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে চিনিশিল্পকে একটি লাভজনক শিল্পে পরিনত করার লক্ষ্যে বর্তমান শিল্পবান্ধব সরকার 'রিফাইনারি স্থাপন' ও 'বিদ্যুৎ উৎপাদন' প্রকল্পের পাশাপাশি নানামুখি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ''১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়েছে। বিএসএফআইসি'র আওতাধীন চিনিকলসমূহে উৎপাদিত চিনি, ভিনেগার এবং চিনিকলের নিজস্ব কৃষিখামারে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের বিষমুক্ত মৌসুমী ফলমূল ও শাকসবজি বিএসএফআইসি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত আধুনিক মানসম্পন্ন সেলস্ সেন্টার থেকে প্রতিদিন ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

১৪.২.১ বিএসএফআইসির উদ্যোগে চিনি শিল্প উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

ই-পুর্জিঃ ২০১০ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একযোগে সকল চিনিকলে ই-পুর্জি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। আখচাষীদের দীর্ঘ দিনের ভোগান্তি নিরসন ও আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের জন্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে চিনিকলে আখ সরবরাহের পূর্জি প্রাপ্তির খবর আখ চাষীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও কেন্দ্রের সিডিএ ও সিআইসির মাধ্যমে চাষিদের নিকট পুর্জি পৌঁছানোর কাজটি সম্পন্ন হতো। ফলে চাষিগণ আখ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়রানির শিকার হতেন। বর্তমানে চাষিগণ যে কোন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (https://epurjee.surecashbd.com) থেকে পুর্জি সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে আখচাষিদেরকে পুর্জির জন্য কোনো দালালের পিছনে ঘুরতে হয় না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চত হয়েছে।

ই-গেজেটঃ মিলগুলোতে ই-পুর্জি কার্যক্রম চালু হওয়ায় আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার পর সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে চালু করা হয়েছে ই-গেজেট। এর মাধ্যমে চাষির ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অনলাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্রে ও ইউনিটভিত্তিক আখক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পাবেন।

ই-পেমেন্ট-সিওর ক্যাশঃ ই-পুর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনিকলগুলোতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগগ্রহণ করা হয়েছে। যা রুপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হয়েছে। মাড়াই মৌসুমে সকল চিনিকলের আখচাষিদের আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি চাষিদেরকে আখচাষে প্রণোদনার অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।

বীট থেকে চিনি উৎপাদন প্রকল্পঃ আখের পাশাপাশি বীট থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য বিএসআরআই-এর মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও এবং নর্থবেঙ্গল চিনিকলে বীট থেকে চিনি উৎপাদনের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

জৈবসার 'সোনার দানা'ঃ বিএসএফআইসি'র অধীন কেরুজ জৈবসার কারখানায় উৎপাদিত উন্নতমানের জৈবসার 'সোনার দানা'। 'সোনার দানা' সার বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং ডিলারদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হচ্ছে। এখানে জৈবসারের কাঁচামাল হিসেবে চিনিকলের উপজাত ফিল্টারমাড এবং ডিস্টিলারি কারখানার বর্জ্য ব্যবহার করা হচ্ছে যার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈবসারকে জনপ্রিয় করে তোলা এ কারখানার অন্যতম লক্ষ্য।

আখচাষিদের প্রণোদনা প্রদানঃ চাষিদের কল্যাণে বর্তমান সরকার টিএসপি ও এমওপি সারে ভর্তুকি দিয়ে টনপ্রতি মূল্য যথাক্রমে ৩৮০০০/- ও ২৫০০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ২০০০০/- ও ১৩০০০/- টাকা নির্ধারণ করে। বিশেষ করে আখের মূল্য অনেক কম থাকায় সারের মূল্য অত্যাধিক বেশী হওয়ায় আখ চাষ অনেক কমে যেতে থাকে। আখচাষীদের উৎপাদিত আখের মূল্য বিবেচনা করে সরকার ২০০৮ সনে ধার্য্যকৃত আখের মূল্য ১৬৬০.৫০ টাকা এর স্থলে ২০১৮ সালে ৩৫০০ টাকা ধার্য্য করে। বর্তমান সরকার কর্তৃক সারের মূল্য কমানো ও আখের মূল্য বৃদ্ধি করায় চাষিরা স্বাভাবিক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি আখ আবাদও বৃদ্ধি পায়। আখ উৎপাদনের জন্য আখ চাষিদের মাঝে কৃষি উপকরণ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আখ চাষ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় চাষিদের ঋণ সহায়তা না দিলে আখের আবাদ টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়।

প্রদর্শনী আখ ক্ষেত

১৪.৩ চিনি শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহ

- **এইস্টাবলিস্টমেন্ট অব অ্যান অর্গানিক বায়োফার্টিলাইজার প্লান্ট ফ্রম প্রেসমাড এ্যাট কেরুজ সুগার মিলসঃ** প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে ৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটিতে চিনিকলের উপজাত প্রেসমাড এবং কেরুজ ডিস্টিলারির বর্জ্য স্পেন্টওয়াশ ব্যবহার করে বার্ষিক ৯,০০০ মে. টন পরিবেশবান্ধব বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদিত হবে। এতে জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমবে। অন্যদিকে বায়োফার্টিলাইজার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

- **বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি.ঃ** প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে ২৪৭৬.৭৫ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর চিনিকলে একটি বয়লার ও একটি শ্রেডার ও একটি এভিয়ার সংযোজিত হওয়ায় চিনিকলটির স্থাপিত আখ মাড়াই ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ও কারখানার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রসেস লস হ্রাসে সহায়ক হয়েছে।

- **সাতটি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন প্রতিস্থাপনঃ** প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে ৭১১.৭০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তায়িত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সাতটি চিনিকলে নয়টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে চিনির গুণগতমান উন্নত হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিনিশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান

- চিনিশিল্প দেশের চিনির চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- গ্রামীন অর্থনীতিতে অর্থের যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- প্রতি অর্থবছরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর ইত্যাদি বাবদ ৭০.০০ কোটি টাকা জমা প্রদান করে।
- ৫ লাখ ইক্ষুচাষী ও ১৫ হাজারের উপর কর্মরত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে ডিষ্টিলারি ইউনিট, পরিবহন ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত এবং শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভরশীল।
- চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষীগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি মিলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা ছাড়াও যুব/যুব মহিলাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
- প্রতি বছর ইক্ষু ক্রয় বাবদ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ বাবদ প্রায় ১২০-১৫০ কোটি টাকা, অগ্রিম শস্যঋণ বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা ইক্ষুচাষীদের মাঝে বিতরণ করা ছাড়াও সরকারের ভর্তুকি কার্যক্রমের আওতায় আখচাষ খাতে প্রায় ৫-৬ কোটি টাকা চাষীদের ভর্তুকি প্রদান করা হয়।
- চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিশিল্প এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণ ও পল্লী সড়ক মেরামত করা হয়ে থাকে এবং গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- মিলজোন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ণ/সংস্কার কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এভাবে চিনিকলসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

১৫.০ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউবলাইট, সিএফএলবাল্ব, সুপার এনামেলকপারওয়্যার, ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে সচল রাখতে সহযোগিতা করছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটরসাইকেল ইত্যাদি সংযোজনপূর্বক সরবরাহ করে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য বিএসটিআই ও উচ্চ আন্তর্জাতিক গুণগত মান সম্পন্ন (ISO সনদ প্রাপ্ত) এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিএসইসি'র শিল্পপ্রতিষ্ঠাসমূহ ৬৫৯.০৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ৮৬৬.০২ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করে ৭৬.৫০ কোটি টাকা নীট মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ২৭৭.৬৭ কোটি টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্স) প্রদান করেছে।

নিম্নে তথ্যসমূহ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল-

১৫.১ বিএসইসি'র উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

(ক) এটলাস বাংলাদেশ লিঃ

দেশের একমাত্র সরকারি মোটরসাইকেল সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বহুল পরিচিত এটলাস বাংলাদেশ লিঃ (এবিএল) এ মোটর সাইকেল সংযোজন অব্যাহত রাখা এবং স্থানীয়ভাবে সাশ্রয়ী মূলে মানসম্পন্ন মোটরসাইকেল উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে (এবিএল) গত ১১-০৮-২০১৫ তারিখে চীনের বিখ্যাত জংশেন গ্রুপ আই/ই

করপোরেশনের সাথে ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড টেকনিক্যাল এসিসটেন্স এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করে। গত ২৪-০৫-২০১৮ তারিখে দুই বছর মেয়াদে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ করপোরেট পার্টনার হিসাবে কাজ করার নিমিত্ত একটি এম.ও.ইউস্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে টিভিএস থেকে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ বছরে ১৫ থেকে ২০ হাজার মোটর সাইকেল সিকেডি বা সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করে তা এটলাসের নিজস্ব কারখানায় সংযোজনপূর্বক বিক্রয় করবে এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করবে। এছাড়া সম্প্রতিপ্রায় ২ হাজার ২৫৬ বর্গফুট জায়গার ঢাকার তেজগাঁও-এ এটলাসের সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সার্ভিস সেন্টারের পাশাপাশি 'শো-রুম' হিসেবে ও ব্যবহৃত হবে। এখানে মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার সার্ভিস পার্টস বিক্রি হবে। এটলাস গ্রাহক ছাড়া অন্য কোম্পানির মোটরবাইকের জন্য ও সার্ভিসিং সেবার দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে।

(খ) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজলিঃ-এর কারখানায় আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (সিআর-৪৫) জীপ গাড়ী সংযোজনের নিমিত্ত গত ০৮/০৬০/২০১০ তারিখে মিৎসুবিসি মোটরস করপোরেশন, জাপান এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে গাড়ী সংযোজন অব্যাহত রাখার নিমিত্ত গত ২০শে এপ্রিল'২০১৫ মিৎসুবিসি মোটরস করপোরেশন, জাপান এর সাথে পাজেরোস্পোর্ট (সিআর-৪৫) জীপের 'কম্পোনেন্ট সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট' চুক্তির মেয়াদ ৩ (তিন) বছর বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে গত ২৪-১১-২০১৬ তারিখে মিৎসুবিসি ও পিআইএল-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৭ হতে পাজেরো স্পোর্ট (সিআর-৪৫) জীপের সাকসেসর মডেল পাজেরো কিউএক্স সংযোজন ও বাজারজাত করা হচ্ছে। বর্তমানে এছাড়াও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পন্য বহুমুখীকরণের স্বার্থে ভারতের মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র লিঃ এর সাথে গত ২১/১০/২০১৫ তারিখে Scorpio SUV জীপ ও পিক-আপ গাড়ী এবং চীনের গুয়াডং ফোর্ড অটোমোবাইলস কোঃ লিঃ-এর সাথে গত ০৬/০১/২০১৬ তারিখে ল্যান্ডফোর্ড এসইউভিজীপ ও লায়নএফ ২২ ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী সংযোজনের নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত মডেলগুলির বাজারজাত কার্যক্রম ও শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৩০টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে মোট ৫৩৮টি জীপ বিক্রয় করা হয়েছে।

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সংযোজিত পাজেরো CR-45

(গ) গাজী ওয়্যারস লিঃ সুপার এনামেল ও হার্ডড্রন বেয়ার কপার ওয়্যার উৎপাদন করে, যা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার, মোটর, ফ্যান ও ইলেক্ট্রিক সার্কিটসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিতে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন মেশিনারিজ প্রতিস্থাপন, গ্যাস জেনারটের স্থাপন এবং ৮ (আট) তলাবিশিষ্ট অফিস-কাম-ডরমেটরি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিঃ হোন্ডা মোটর কোম্পানি, জাপানের সাথে বিএসইসি যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি. নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৭-০৯-২০১২ তারিখে একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে মোটর সাইকেল সংযোজন ও বাজারজাতকরণের কাজ চলছে। এর ফলে মানসম্পন্ন মোটর সাইকেল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও সচেষ্ট হবে।

এটলাস বাংলাদেশ লি. এ সংযোজিত মোটর সাইকেল

(ঙ) ইস্টার্ন টিউবস লিঃ ইস্টার্ন টিউবস লিঃ এর কারখানায় পুর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) ও টি-৮ টিউব লাইট উৎপাদন করা হয়।

ইস্টার্ন টিউবস লি. এ টিউব সিলিং অপারেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

১৬.০ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দীর্ঘদিন যাবৎ দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত আগ্রহে ১৯৫৭ সালে তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিলো। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণই হলো বিসিকের মূল উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিক জনসেবামূলক কাজ করে থাকে। সেগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। বিসিক প্রতি বছর নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত বাৎসরিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারও প্রণয়ন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশব্যাপী বিসিকের জেলা কার্যালয়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আইসিটি সেল, পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

১৬.১ বিসিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

(ক) শিল্প সহায়ক কেন্দ্রর মাধ্যমে প্রশিক্ষণঃ দেশব্যাপী বিসিকের বিদ্যমান ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোক্তাকে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বছরে মোট ৬০,৫৩৪ জন উদ্যোক্তাকে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি)ঃ ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে গত ১০ (দশ) বছরে ১৪,২৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) নকশা কেন্দ্রঃ বিসিক প্রধান কার্যালয়ে বিসিকের একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক নকশা কেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পণ্যের নকশা ও নমুনা সরবরাহের পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে ৪,৩০১ জন উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিসিকের মোট ১৫টি দতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে উদ্যোক্তাদের এ পর্যন্ত মোট ১৮৭২৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ছিটমহল, দহগ্রাম আঙ্গরপোতা এবং দাশিয়ার ছড়া অঞ্চলে ও বিসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০৫ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

(ঙ) পার্বত্য অঞ্চলে কুটির শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি (সিআইডিপি)ঃ বিসিকের তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য ৩২টি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বিসিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ২৮৭৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(চ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সেলঃ আইসিটি সেলের মাধ্যমে দেশের সকল ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। আইসিটি সেলের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের আমলে মোট ৭৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) লবণ চাষঃ বিসিকের তত্ত্বাবধানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লবণের চাষ হয়। উন্নত মানের সাদা ও দানাদার লবণ চাষ পদ্ধতির বিষয়ে বিসিক লবণ চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলে ১১৯৩ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(জ) ঋণ কর্মসূচি-'বিনিত'ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। বিসিকের দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত)-এর মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৪৪ জন শিল্পোদ্যোক্তাকে ২০০৮.২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে ৬৩৯১ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

(ঝ) নিবন্ধন কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) শিল্পোদ্যোক্তাদের সেবা প্রদানের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে। বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে নিবন্ধন করতে হয়। বিসিক কর্তৃক ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ১৪টি মাঝারি, ৬,২৩৪টি ক্ষুদ্র এবং ১২,৬২৯টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঞ) ক্লাস্টার শিল্পনগরি স্থাপনঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, কেমিক্যাল ও মুদ্রণ শিল্পের জন্য আলাদা শিল্পনগরি স্থাপনের কাজ চলছে।

১৬.২ বিগত ১০ বছরে মাঝেরি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ

ক্র: নং	শিল্প খাত (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	সংখ্যা
১.	মাঝারি শিল্প	৮২টি
২.	ক্ষুদ্র শিল্প	১ লক্ষ ২৪ হাজার ১০৫ টি
৩.	কুটির শিল্প	৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৬৮ টি
৪.	ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থান	৩৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৭২ জন

১৬.৩ বিগত ১০ জিডিপিতে অবদান

ক্র: নং	অবদানের বিষয়	হার
৫.	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান *	১.৭৩%
৬.	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান *	৩.৭১%
৭.	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৭.২৪%
৮.	জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের প্রবৃদ্ধির হার	১০.৯৬%
৯.	৯. জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রবৃদ্ধির হার	৯.২১%

১৬.৪ বিসিক শিল্পনগরীসমূহ সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	বিষয়	পরিমাণ
১.	মোট শিল্পনগরি স্থাপন	৭৬টি
২.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪৫৮৩টি
৩.	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৯৪৬টি
৪.	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	২৫৪১৮.২০ কোটি টাকা
৫.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১৭-১৮)	৫৯১০৭.২১ কোটি টাকা
৬.	বার্ষিক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (২০১৭-২০১৮)	২৫২৪১.৬৫ কোটি টাকা
৭.	কর্মসংস্থান (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	৫,৭৯,০৫৫ জন

১৬.৫ বিসিক কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) চামড়া শিল্পনগরী, সাভার, ঢাকা: রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চর আলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২০৫টি প্লটে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৭১৮৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিল্পনগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে।

(খ) অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক: ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ২৭টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৪১টি প্লট বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪১টি ওষুধ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

(গ) গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ: প্রকল্পটি শিল্প উদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৫০ একর জমি সম্বলিত গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৯০৪১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ শিল্পনগরিতে উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্বলিত ৩৭৭টি শিল্প প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে। বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৪৯টি প্লটে ২৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং ২ হাজার ৫০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

(ঘ) আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন প্রকল্প: আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১১০০.০০ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৮৮৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০ জনকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ৯টি মধু মেলার আয়োজন, ১০টি সেমিনার ও ১০০টি মৌ-খামারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। দেশে মধু চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মধু আহরণের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় একটি আধুনিক মৌ-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ৬০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০০ টি মৌ বাক্স, ২০০ টি মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ও ২০০ সেট বইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। মৌচাষীগণ এসব মৌ বাক্সসহ তাঁদের নিজ ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত মৌ বাক্স নিয়ে মৌ খামার পরিচালনা করছেন। ২০১২ সালে ২০০০ মে. টন মধুর স্থলে বর্তমানে ৪০০০ মে. টন মধু উৎপাদিত হচ্ছে।

(ঙ) খুলনা সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ শিল্প: লবণ শিল্পের উন্নয়নের ফলে লবণ চাষের জমিতে লবণ মৌসুমের পরবর্তীতে ধান ও চিংড়ি চাষ করে বাড়তি আয় সম্ভব হচ্ছে। লবণ চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে সুন্দরবনের অবৈধ কাঠ কাটার প্রবণতা কমে আসছে।

(চ) বিসিক শিল্পনগরি, ঝালকাঠি: ঝালকাঠি জেলার নলসিটি উপজেলায় ১৬৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১.২৮ একর জমিতে বিসিক শিল্পনগরি, ঝালকাঠি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ৮৩টি প্লটে ৬১টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ১৩০৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ছ) শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প: রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ৩০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৫০ জনকে ৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

(জ) সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্প: বাংলাদেশ হতে গলগন্ড রোগ এবং আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিসিকের যৌথ উদ্যোগে দেশের লবণ মিলে আয়োডিন মিশ্রণ মেশিন স্থাপনের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্ড়বায়নের ফলে ১৯৯৯ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যার হার ছিল ৪৩.১১% এবং ২০০৫ সালে তা ছিল ৩৩.৮০% (উৎস: সিআইডিডি প্রকল্প)। আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের ফলে দৃশ্যমান গলগ⇒ ৩.২০% থেকে ১.৬০% এ নেমে এসেছে।

(ঝ) বিসিক শিল্প নগরি নির্মাণ: বিসিক দেশব্যাপী এ পর্যন্ত মোট ৭৬টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরিতে মোট ১০৩৮৯ টি শিল্প প্লট রয়েছে। তন্মধ্যে ৫৮২২টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০০৫৩টি প্লট শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সব শিল্প প্লটে ইতোমধ্যে ৪৫৪৭টি শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৪৫৪৭টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৯৪৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে। বিনিয়োগ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্প নগরীসমূহের এই অবদান আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিসিক শিল্প নগরীতে স্থাপিত ঔষধ শিল্প-কারখানা

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

১৭.০ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, প্রণীত মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান করে যাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় সময়ের মধ্যে বেশ কিছু তারতম্য রয়েছে। গ্রিনউইচ মিন টাইম অনুসরণ করে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে বিএসটিআইতে চালু করা হয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম। তাছাড়া, ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিতকরণসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১৭.১ বিগত দশ বছরে বিএসটিআই এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: National Standards Body (NSB) হিসেবে বিএসটিআই'র ১৯৭৪ ISO সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই IEC, APMP, OIML, BIPM, CICC এর সক্রিয় সদস্য। এছাড়া বিএসটিআই WTO-TBT, SAARC Standard Coordination Board, Codex, AFIT এর ফোকাল/এনকোয়ারী পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।

(খ) বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বারক্ষ: বাংলাদশে ও তুরস্কের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য অধিকতর প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদশের জাতীয় মান সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যার্ন্ডাডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটটিউিশন (বিএসটিআই) এবং তুরস্কে জাতীয় মান সংস্থা দি টর্কশি স্ট্যার্ন্ডাডস ইন্সটটিউিশন (টিএসসই)-এর মধ্যে পণ্যর মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ঢাকায় একটি সমঝোতা স্মারক স্বারিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইদিরিম-এর উপস্থিতিতে ঢাকায় গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে এ সমঝোতা স্মারক স্বারিত হয়। বিএসটিআই'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক জনাব সরদার আবুল কালাম এবং টিএসই'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট জনাব হুলুসি সেন্টার্ক এ সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন।

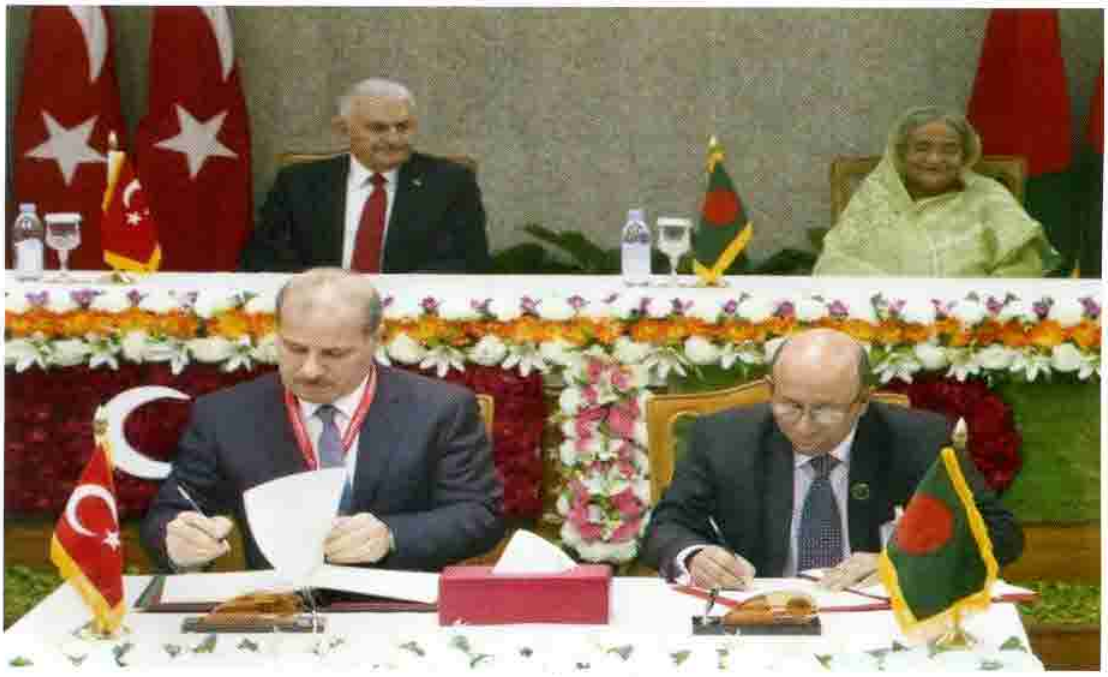

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

এই সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, মেট্রোলজি, কনফর্মিটি এ্যাসেসমেন্ট, টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা। এ স্মারকটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় পক্ষ স্ট্যান্ডার্ডস, টেকনিক্যাল রেগুলেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে একমত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় মানসংস্থার সাথে তুরস্কের জাতীয় মানসংস্থার এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে তুরস্ক এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত বাধাসমূহ দূর হয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত হওয়াসহ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(গ) বিএসটিআই ল্যাবরেটরি সমূহের এ্যাক্রিডিটেশনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম: বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকে ও অ্যাক্রিডিটেশন পেয়েছে। বর্তমানে মোট অ্যাক্রিডিটেড পণ্যের সংখ্যা ৩৫টি এবং প্যারামিটারের সংখ্যা ৪১১টি। এ ছাড়া Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই'র National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করেছে। বর্তমানে উক্ত ল্যাবের অ্যাক্রিডিটেশন BAB থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (এনএমএল)-এর ৬টি ল্যাবরেটরি নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রেডিটেশন (এনএ) ও বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (ব্যাব) কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন করেছে।

(ঘ) Product Certification-এর অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন: বিএসটিআই'র প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন স্কীমে বর্তমানে ১৪৯টি পণ্য অ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

(ঙ) National Metrology Laboratory এক্রিডিটেশন: EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরী সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে।

(চ) আঞ্চলিক অফিস থেকে পণ্যের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন: পণ্যের গুণগত মান স্বল্প সময়ে স্থানীয়ভাবে পরীাকরে সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসগুলো (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) থেকে যে সকল পণ্যের পূর্ণাঙ্গ (রাসায়নিক ও পদার্থিক) পরীক্ষা করা যাচ্ছে ঐ সকল পণ্যের পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করে সেখানেই সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক বর্তমানে কার্যক্রম চলছে। ফলে এসব কাজের জন্য উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ীদের এখন আর ঢাকায় আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। এর ফলে সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং সেবা প্রদান ত্বরান্বিত হচ্ছে।

(ছ) Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন: মান সম্মত CFL ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে GIZ এর আর্থিক সহায়তায় Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বৈদ্যুতিক সাশ্রয়ী পণ্য যেমনঃ Tubur Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, Electronic ballast নিয়মিতভাবে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে CFL, Ebs, Freeze, AC, Fan, Motor ইত্যাদি পণ্যের Energy Efficiency Standards (Star Rating) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Incandescent bulb ব্যবহার বন্ধ করা এবং Energy Efficient পণ্য সামগ্রী পরীক্ষার সুযোগ ও পরিধি বিস্তৃত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

(জ) অটোমেশন: গত ২৬-০৭-২০১৫ তারিখ হতে বিএসটিআই'র মোবাইল অ্যাপসটি BSTI (Product Check) নামে চালু করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপসের মাধ্যমে মোবাইল ফোন থেকে বাধ্যতামূলক ১৫৪টি পণ্যের তথ্য সর্বসাধারণ জানতে পারবেন।

১৭.২ পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩ এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে এবং "ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ, ১৯৮২" এবং "ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১" এর অধীনে মেট্রোলজি কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত ও সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনা করা হয়। বিএসটিআই এ সকল অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরাসহ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিএসটিআইয়ের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত

১৭.৩ বিএসটিআই এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(ক) EU, NORAD এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে-(i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ল্যাবরেটরিসমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে।

(গ) জনস্বার্থে বিএসটিআই'র কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ফুড, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠাসহ পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(ঘ) পাশাপাশি রংপুর বিভাগীয় সদরসহ ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিলণ্ঢা, ক্সসবাজার এবং ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি (রসায়ন ও মেট্রোলজি) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বিএসটিআই এর চট্টগ্রাম ও খুলনা কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

(ঙ) BSTI কর্তৃক ৬টি বহুল ব্যবহৃত পণ্য যথা: এয়ারকন্ডিশন, রেফ্রিজারেটর, ফ্যান, বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক ব্যালাস্ট এবং সিএফএল এর Energy Efficiency Standard and Labeling মান প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে Energy Star Label সনদ প্রদান করা হয়েছে।

(চ) বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহারের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা কমে আসবে।

(ছ) SAARC ভুক্ত ৮টি দেশের পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে South Asian Regional Standards Organization (SARSO) নামক Regional Standards Body এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(জ) ৪০টি টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের মাধ্যমে APLAC ও ILAC এর পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে।

(ঝ) ২০১২ সালে বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) এর ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (আইএনএআরএস) ল্যাবরেটরিকে ISO/IEC ১৭০২৫ এর ভিত্তিতে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের মাধ্যমে বিএবি-র এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম শুরু হয়।

(ঞ) ৫৫টি দেশীয় ও বহুজাতিক টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন এবং ০২টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি এবং ০২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা ও ০৩টি পরিদর্শন সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানসহ এ পর্যন্ত ৬২টি প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান। আরো ২০টি প্রতিষ্ঠানের এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

১৮.০ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিটাক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর করে থাকে। এছাড়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া এস.এম.ই সেক্টরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বিটাকের মূল উদ্দেশ্য কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের সক্ষম যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদেরকে অগ্রধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক বছরে ১২টি ট্রাডিশন্যাল ট্রেডে ১৪ সপ্তাহের এবং ১৫টি ট্রেডে ৪/৬ সপ্তাহের স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। বিটাক তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা চাকুরিতে নিযুক্ত হননি তারা সমবায় কিংবা নিজ উদ্যোগে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। সরকারের উক্ত গ্রহীত প্রকল্পের ফলে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে। সেই সাথে দারিদ্র্য বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বিটাক হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবপুরুষ/মহিলারা বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিটাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১৮.১ বিগত দশ বছরে বিটাকের উল্লেযোগ্য কার্যক্রম

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ বিগত দশ বছরে বিটাকের নিয়মিত প্রশিক্ষণে ১১,২৬৭ জন, হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (সেপা) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯,৬০০ জন নারী ও ১৩,২৪৫ জন যুবক; স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) এর আওতায় ২৭০৩ জনকে; ইন হাউজ প্রশিক্ষণ এর আওতায় বিটাকের ১৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী; স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (স্টেপ) এর আওতায় ১০৯২ জন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে আগত ১২০২৭ জনসহ মোট ৫১৫৩৭ জনকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ঃ বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে শুধু কারিগরি সহায়তামূলক সেবা হিসেবে আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে দেশের শিল্প কলকারখানা চালু রাখতে অর্থাৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান করে। বিটাক ২৫০টি শিল্প কারখানার জন্য প্রায় ১৭৯.৩১ কোটি টাকার আমদানি বিকল্প খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে আনুমানিক ৭১৭.২৪ কোটি টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে। আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি বাবদ দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় বিটাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিটাক এর গ্রাহক সেবার তালিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ে, সারকারখানা, চিনিকল, কাগজকল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সিরামিক ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিলস, জুট মিলস, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি, তিতাস গ্যাস কোম্পানি, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(গ) উদ্ভাবন/গবেষণা ও উন্নয়নঃ বিটাক শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের চলাচল সাবলীল করতে দেশীয় প্রযুক্তিতে সহজে স্থাপনযোগ্য স্বল্পমূল্যে লিফট তৈরি করে 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৮' অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের আনবিক চুল্লিতে লিক মেরামতের নিমিত্তে ক্লাম্প তৈরি ও সংযোজন এর কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

সেপা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

১৯.০ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআইএম কাজ করে যাচ্ছে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিআইএম দেশের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

১৯.১ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সঃ বিগত দশ বছরে ১,০৫৪টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩০,৩৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়ন ও দেশীয় মানব সম্পদ উন্নয়নের চাহিদার নিরিখে ই-গভর্নেন্স এন্ড আই.সি.টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইমপিমেন্টেশন ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ; অন-লাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট; ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট; ফায়ার সেইফটি ম্যানেজমেন্ট; হিউম্যান রিসোর্স স্ট্র্যাটেজি এন্ড পলিসি; সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট; অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট; ব্রান্ড ম্যানেজমেন্ট এন্ড সেটিং প্রোডাক্টস ইন এ কমপিটেটিভ মার্কেট; সরকারি চাকুরির অত্যাবশ্যকীয় বিধিমালা বিষয়ে নতুন কোর্স চালু করা হয়েছে।

(খ) ডিপ্লোমা কোর্সঃ বিগত দশ বছরে ০৬ টি ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে ৫৭,০৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলমান ২০১৮ সেশনে সর্বমোট ৯২১ জন প্রশিক্ষণার্থী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করছেন। ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের জন্য ২০১৩ সেশন হতে পূর্ণাঙ্গ অনলাইন অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া চালু করার মাধ্যমে ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের ভর্তি ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের মূল্যায়ণের ভিত্তিতে সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের জন্য অনলাইন ইভালুয়েশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

(গ) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাঃ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিপিএম)-এর সিলেবাসকে যুগোপযোগী করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএইচআরএম)-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিবিএম)-এর পরিবর্তে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিআইএম) পুনরায় চালু করা হয়েছে।

(ঘ) বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণঃ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা, যেমনঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউএনওসহ উপজেলা পর্যায়ের আরো ৩/৪জন কর্মকর্তাকে একাধিকবার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও টিটিসি-এর প্রধানগণকে পিপিআর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর ৩ সপ্তাহ ব্যাপী এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওরেস্ট (ইজিপিপি) প্রকল্পের আওতায় ৪৯ জন জেলা ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় মহিলা সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী 'তথ্য আপা' প্রকল্পে নব নিযুক্ত তথ্য কর্মকর্তা ও জুনিয়র তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য অফিস এন্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, আইটি সার্ভিসেস এন্ড উইম্যান এন্ড চাইল্ড রিলেটেড ইস্যুস'-শীর্ষক দুইমাস ব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে ২৬ জন মাঠ পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পৌরসভার ট্যাক্স এসেসরদেরকে তাঁদের দ্বায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) **অন্যান্য প্রশিক্ষণঃ** নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পাশাপাশি নিম্নরূপ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে:

- পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, বেনবেইস, সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং সাইক ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি এর চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি খাতে ক্রয়ের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ট্রেনিং'-এর জন্য জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রশিক্ষণ আয়োজক হিসাবে বিআইএম অবদান রেখে চলেছে।

- বিগত দশ বছরে পরামর্শসেবার আওতায় ৬০টির অধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্রকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিষয়ে পরামর্শসেবা প্রদান করা হয়েছে।

- ইনফরমেশন এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ভিজ্যুয়াল এইডের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কেন্দ্রে যথাক্রমে ১৩টি, ২টি ও ১টি শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে।

- বিআইএম-এর কর্মচারীবৃন্দকে ২ দিন ব্যাপী 'উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কলাকৌশল', ৩ সপ্তাহ ব্যাপী 'বেসিক কম্পিউটার লার্ণিং' এবং গাড়ীচালকদের জন্য গাড়ীর যান্ত্রিক জ্ঞান (জার্মান বাংলাদেশ ট্রেনিং সেন্টার-এ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

- আধুনিক প্রশিক্ষণ অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করতে ১২-তলা বিশিষ্ট 'ট্রেনিং কমপ্লেক্স' নির্মাণসহ 'বিআইএম শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৩ সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

২০.০ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) মেধাসম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে সৃজনশীলতা এবং নব উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও সুরক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ অধিদপ্তর উদ্ভাবনের সুরক্ষার জন্য পেটেন্ট, পণ্য ও পণ্যের প্যাকেজিং এর নান্দনিক সৌন্দর্য সুরক্ষার জন্য ডিজাইন, পণ্য ও সেবার এর জন্য ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

২০.১ ডিপিডিটির বিভিন্ন কার্যক্রম

(ক) আইন, বিধি প্রণয়নঃ বিগত দশ বছরে ট্রেডমার্কস আইন, ১৯৪০ ও ট্রেডমার্কস বিধি, ১৯৩৩ সংশোধন ও আধুনিকায়ন করে ট্রেডমার্কস আইন, ২০০৯ এবং ট্রেডমার্কস বিধি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আইন, ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন ও বিধিমালা কার্যকর হওয়ায় মেধা সম্পদ বিষয়ে সেবা প্রদান সহজতর হয়েছে।

(খ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনঃ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আইন, ২০১৩ ও বিধিমালা, ২০১৫ কার্যকর হওয়ায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশের দুইটি ঐতিহ্যবাহী পণ্য "জামদানী" ও "ইলিশ মাছ" কে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। এতে করে এই সকল পণ্যে বাংলাদেশের মালিকানা স্বত্ব আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সূচকে অবদান রাখবে আশা করা যায়।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন সনদ প্রদান

(গ) অটোমেশনঃ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস আবেদনের বিবিলোগ্রাফিক ডাটা ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হবার পর ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ WIPO এবং IFC প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু "Better Public Services Delivery through Automated System at DPDT" শীর্ষক কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ২০১৭ সালে অধিদপ্তরকে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনয়ণের লক্ষ্যে একটি কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i এবং ডিপিডিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় মেধাসম্পদ সম্পর্কিত অনলাইন সেবা IP Tube System অধিদপ্তরের লোকাল সার্ভারে স্থাপন করা হয়েছে। এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে যে কোনো স্থান হতে আবেদন গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে SMS I E-mail এর মাধ্যমে আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

২১.০ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বিএবি আন্তর্জাতিক মান এবং গাইডলাইন অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কোন পণ্য বা সেবার গুণগতমানের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুসারে বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও প্রযোজ্য মান এবং গাইডলাইনের ভিত্তিতে বিএবি বিভিন্ন সাযুজ্য নিরূপনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (Conformity Assessment Body) আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ্যাক্রেডিটেশন সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। এর ফলে দেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সময়পোযোগী জাতীয় মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure) ও সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment System) তৈরির কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে যা দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক রপ্তানিতে প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বাধা (Technical Barriers to Trade) মোকাবেলা সহজ হয়েছে।

২১.১ বিএবি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) এমআরএ (MRA) স্বাক্ষরঃ ২০১২ সালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিকাইল মিয়াসনিকোভিচ এর উপস্থিতিতে বেলারুশ স্টেট সেন্টার ফর এ্যাক্রেডিটেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিএবি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। বিএবি টেস্টিং এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য ২০১৫ সালে Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) এবং International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এর সাথে Mutual Recognition Arrangement (MRA) স্বাক্ষর করেছে। ফলে বিএবি'র এ্যাক্রেডিটেডশন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বেলারুশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(খ) আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণঃ বিএবি APLAC, ILAC সহ বর্তমানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম যেমনঃ International Accreditation Forum (IAF), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (SMIIC), SAARC Expert Group on Accreditation (SEGA) , South Asian Regional Standards Organization (SARSO) ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া, বিএবি স্ট্যান্ডার্ড মালয়েশিয়া, নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রেডিটেশন এবং ন্যাশনাল

এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর ল্যাবরেটরি (এনএবিএল) ভারত এবং পিটিবি-জার্মানি এর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

(গ) এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানঃ ২০১২ সালের ৯ জুন বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) এর ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (আইএনএআরএস) ল্যাবরেটরিকে ISO/IEC ১৭০২৫ এর ভিত্তিতে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের মাধ্যমে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের যাত্রা শুরু করে। বিএবি ইতোমধ্যে বিএসটিআই, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রন (এফআইকিউসি) ল্যাবরেটরি, ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ঔষধ প্রশাসন এর মত সরকারি পরীক্ষাগারসহ দেশীয় ও বহুজাতিক ৫৪টি টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ২টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং ২টি পরিদর্শন সংস্থাসহ মোট ৬০ টি প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে।

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

(ঘ) প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজনঃ বিএবি এ পযন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান যেমন- ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 17021 এবং 17043 ইত্যাদির উপর বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করে মোট ১৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছে। বিএবি আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে সরকারি, বেসরকারি এবং দেশে বিদ্যমান বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে মান গুনগত মান ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ২৫৬ কারিগরি ব্যক্তি এবং বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। পূর্বে এ ধরনের প্রশিক্ষণ বিদেশে থেকে গ্রহণ করতে হত কিংবা বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা দেশে পরিচালিত হত। এখন বিএবি'র কর্মকর্তাগণ বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে সক্ষমতা অর্জন করে দেশ এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। ফলে একদিকে যেমন বৈদেশিক অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে, অপরদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

(ঙ) বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উদযাপনঃ এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতিবছর নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আড়ম্বরপূর্ণভাবে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস পালন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া এ দিবসের খবর এবং সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে।

(চ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যপদ লাভঃ ২০১০ সালে বিএবি ILAC এর এ্যাফিলিয়েট সদস্য পদ লাভ করে। বিএবি ২০১১ সালের জুন মাসে Pacific Accreditation Cooperation (PAC) এর সহযোগী সদস্য পদ লাভ করে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

২২.০ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি,উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এটি জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনপিও ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করছে।

২২.১ এনপিও'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনঃ বিগত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে এনপিও'র উদ্যোগে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় একটি বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে ০৩টি ঘোষণা প্রদান করেনঃ

(১) উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা;

(২) জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের ঘোষণা; এবং

(৩) প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান।

এনপিও আয়োজিত বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(খ) উৎপাদনশীলতা আন্দোলন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রতি বছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর, ২০১১ থেকে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ৭ টি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা হয়েছে। ০২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৮ পালন করা হয়েছে।

(গ) প্রশিক্ষণ/সেমিনারঃ এনপিও প্রতিবছর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টর ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেমিনার/প্রোগ্রাম করে থাকে। বাংলাদেশে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত এ ধরনের মোট ২২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে মোট ৪০৮ জন প্রতিনিধিকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে এপিও মেম্বার কান্ট্রিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংক এবং এপিও'র সহায়তায় Distance Learning Network এর আওতায় MS, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, Knowledge Management, Agriculture Productivity, Customer Relationship Management and ICT Security Information System সহ মোট ৪৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এতে ১১৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ

(ঘ) কারখানা পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ৬১টি শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন করা হয়। উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে ৩৫টি শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন করা হয়। তাছাড়া শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ৩০৬টি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সচেতনতা ও প্রচারাভিযান কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।

(ঙ) গবেষণা প্রতিবেদনঃ উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য ভান্ডার গঠন এবং উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে ৩২২টি শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সেক্টরভিত্তিক উৎপাদনশীলতার সঠিক অবস্থা নিরূপণ ও উন্নয়নে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ২০টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রকাশ করা হয় ।

(চ) টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানঃ Technical Expert Service (TES) আওতায় কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এপিও'র সহায়তায় এনপিও'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১৫টি প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হয় ।

(ছ) পুরস্কার প্রদানঃ ২০১২ সাল হতে উৎপাদনশীলতাকে "জাতীয় আন্দোলন" হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরিতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রদান করে আসছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

(জ) ই-নথিতে প্রথম স্থান অর্জনঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এনপিওতে গত জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রেগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত "সকল দপ্তর সংস্থার ই-নথি কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট (০১-৩০ জুন ২০১৮) " মোতাবেক এনপিও ১ম স্থান অর্জন করেছে।

২২.২ এনপিও কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প

(ক) আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর অফিস ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় ৬৫৯২.৯২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মূলভবনের নির্মাণকাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

(খ) জাপানী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি KAIZEN স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা খরচে ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বব্যাপী সর্বজন স্বীকৃত ও পরীক্ষত একটি পদ্ধতি। উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের অন্যতম এ পদ্ধতি সারাদেশে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনপিও কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের পাটকলসমূহে এনপিও অনলাইনে KAIZEN পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই (a2i) প্রেগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড (SIF) হতে "KAIZEN Online" নামক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এবং বর্তমানে প্রকল্পটি SRS (Software Requirement Service) চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে ।

(গ) এনপিও কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ক্রমিক নং	কর্মকান্ড	সংখ্যা
১	প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০৫ টি
	প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী	১১১৫৫ জন
২	কর্মশালা	৩৭ টি
	কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী	১৫১৫ জন
৩	গবেষণা প্রতিবেদন	৫৪ টি
৪	কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন	৯৬ টি
৫	উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ	১৪৩১৭৫ টি
৬	উপদেষ্টা কমিটির সভা	৩২ টি
৭	এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)	৪০৮ জন
৮	বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম (এপিও এর সহায়তায়)	২২ টি
৯	বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী	৪৪৯ জন
১০	টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়)	১৫ টি
১১	কাইজেন বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৫ টি
১২	এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৪৩ টি
১৩	এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	১১৩৩ জন
১৪	জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন	০৬ টি
১৫	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান	০৪ টি

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

২৩.০ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। বয়লার শিল্প কারখানার একটি অতি আবশ্যকীয় যন্ত্র। কোন শিল্প কারখানার বয়লার বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কারখানাটির উৎপাদন ব্যাহত হয়, সেজন্য প্রতিষ্ঠানের নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ কার্যালয় বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার আইন ও বিধিসমূহ অনুযায়ী বয়লার রেজিষ্ট্রেশন, নবায়ন, বয়লার আমদানীর জন্য ছাড়পত্র (NOC) প্রদান, বয়লার এবং বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করে থাকে।

২৩.১ বয়লার কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি

(ক) আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনঃ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে সেবা প্রত্যাশীগণ প্রধান কার্যালয়ে না এসে আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সেবা পাওয়ায় শ্রম ও সময় হ্রাস পেয়েছে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের স্ট্যাটাস উন্নত হয়েছে এবং কার্যালয়ের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান বয়লার পরিদর্শকের পদ ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে ৫ম গ্রেডে উন্নীতকরণসহ জনবল ১৮ জন হতে ৩০ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

(খ) ই-গর্ভনেন্স সংক্রানমশ কার্যক্রমঃ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বয়লার প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীগণ অতি সহজেই বিভিন্ন ফরম ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন। উক্ত দপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, ফিস প্রাপ্তির রেকর্ড ও বয়লার এটেনডেন্টদের রেকর্ডের সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে এ দপ্তরের ই-গর্ভনেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল হয়েছে। ওয়েবসাইটে সর্বস্তরের জনগণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফরম, বয়লার বিষয়ক সকল তথ্য আপলোড করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রত্যাশীদের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে। স্বয়ংক্রীয়ভাবে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে বয়লার ব্যবহারকারীদের বয়লার চালনার সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ জানানো হচ্ছে। ফলে বয়লার ব্যবহারকারীগণ যথাসময়ে ফি পরিশোধ করে বয়লারের সনদপত্র সহজে নবায়ন করতে পারছেন। www.boiler.gov.bd নামে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

(গ) ডাটাবেজ ও এ্যাপসঃ সকল বয়লারের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েহসাইটে বয়লার নম্বর ইনপুট করে বয়লারের সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখসহ সকল তথ্য জানতে পারেন। সনদপ্রাপ্ত বয়লার পরিচারকদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েবসাইটে সনদপত্র নম্বর ইনপুট করে বয়লার পরিচারকদের তথ্য জানতে পারেন। বয়লার বিষয়ক এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। ফলে সেবা প্রত্যাশীদের বয়লার বিষয়ক সকল তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিঃ বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিটিআরসির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের নিকট বয়লার বিষয়ে ০৬ বার সচেতনতামূলক গুচ্ছবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বয়লার ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। বয়লার দুর্ঘটনার রোধ করার উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে বয়লার স্থাপন, চালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বয়লার ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে ২০১৪ সালে ৪টি, ২০১৫ সালে ০৩টি, ২০১৬ সালে ০২টি, ২০১৭ সালে ০৬ টি ও ২০১৮ সালে ০৩ টি আলোচনা সভা করা হয়েছে।

বয়লার পরিদর্শন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

২৪.০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠা করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, এসডিজি এবং অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র অনুসারে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, সকল শ্রেণীর এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সারাদেশে এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্য ঋণ প্রদান, ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসায় উন্নয়ন, গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২৪.১ বিগত ১০ বছরে এসএমই ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত/চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রায় ৫০০টির অধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১৩,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ নারী।

- দেশব্যাপী নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, টেকনোলজি এবং আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১২,৭০০ জন নারী উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

- নারী আইসিটি ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ জন নারী আইসিটি উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

- জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এ পর্যন্ত আয়োজিত এসএমই পণ্য মেলায় মোট ২,৭২৫ জন এসএমই উদ্যোক্তা সরাসরি তাঁদের পণ্য প্রদর্শন করে ২,৫১০.৬৪ লাখ টাকা বিক্রয় এবং ৩,০৫১.২৪ লাখ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পেয়েছেন। এসব মেলায় প্রায় ১,৯০৭ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন, যা মোট অংশগ্রহণের ৭০%।

- দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ২০০৮ সাল থেকে বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। এরপর ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়। এভাবে গত দশ বছরে এসএমই ফাউন্ডেশন মোট ২৩ জন উদ্যোক্তা পুরস্কৃত করেছে, যাদের মধ্যে ১৬ জন নারী উদ্যোক্তা।

- ২০১১ সালে এসএমই ক্লাস্টার চিহ্নিতকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ফাউন্ডেশন সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে এবং ম্যাপ আকারে সকল ক্লাস্টারের অবস্থান ও প্রাথমিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছে। ইতোমধ্যে ৬৬টি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৫টি ক্লাস্টারে এসএমই ফাউন্ডেশন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্লাস্টারের এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় আইসিটি অটোমেশনে সহায়তা, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১,৪৯৭ জন এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে মোট ৭৮.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ। ঋণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৪৭৪ জন নারী উদ্যোক্তা যারা মোট ১৭.৫ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন।

- এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, এসএমই ক্লাস্টার ও ক্লায়েন্টাল গ্রুপের মধ্যে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজ শর্তে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান এবং ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং কর্মসূচি, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ৪৬টি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

- ফাউন্ডেশন অফিসে অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, ব্যবসায়িক তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। এসএমই অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টার থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২,৫০০ জন ব্যক্তিকে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

- এসএমই ফাউন্ডেশন সাতটি এসএমই বুস্টার খাতের ওপর (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, হালকা প্রকৌশল, প্লাষ্টিক, চামড়া, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফ্যাশন ডিজাইনিং এবং সফটওয়্যার খাত) গবেষণা পরিচালনা করেছে। চারটি সার্কভুক্ত দেশের তিনটি খাতের ওপর (টেক্সটাইল, কিউমিন সিড ও সাইট্রাস) এর Global Value Chain Study বিষয়ে গবেষণা করেছে। বাংলাদেশে নারী এসএমই উদ্যোক্তা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে।

- এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রযুক্তি সেবা বিষয়ক প্রকাশনা যেমন কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক ও চামড়া খাতের ১১৭টি পণ্যের প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির ওপর 'স্টক টেকিং ফর পটেনশিয়াল এন্ট্রাপ্রিনিয়ার্স অব ফোর বুস্টার সেক্টর', পণ্যের মান যাচাই সুবিধা সম্বলিত সেন্টারসমূহের ওপর 'ডিরেক্টরি অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস্ ফর এসএমই'স ইন বাংলাদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া এসএমই উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক জার্নাল (ভলিউম ১ এবং ভলিউম ২), এসএমই ভ্যাট ম্যানুয়াল, ব্যবসায় নির্দেশিকা, চারটি খাতের ওপর প্রোডাক্ট ডিরেক্টরি এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ২৪টি বই প্রকাশ করেছে।

- এসএমইদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়নে এগ্রো-প্রসেসিং খাতে ISO 22000:2005 ও KAIZEN বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ ও সার্টিফিকেশনে সহায়তা প্রদান, মোল্ড/ডাই ডিজাইন, স্যান্ড মোল্ডিং, সারফেস ট্রিটমেন্ট, হিট ট্রিটমেন্ট, ইলেক্ট্রিক্যাল মেইনটেনেন্স, এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, গুড ম্যানুফাকচারিং প্র্যাকটিস ফর বেকারি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৮০০ জনের অধিক উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্য এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও কর্মকৌশল যেমন: জাতীয় শিল্পনীতি, জাতীয় রপ্তানি নীতি, জাতীয় আমদানি নীতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় বাজেট ইত্যাদি প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট এবং স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে।

- ফাউন্ডেশন প্রতি বছর জাতীয় বাজেট ঘোষণার পূর্বে বিভিন্ন এসএমই এসোসিয়েশন এবং ট্রেডবডিসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নিকট এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপনা করে থাকে। ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটসমূহের জন্য ফাউন্ডেশন মোট ২৮৫টি এসএমই-বান্ধব বাজেট প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর উপস্থাপন করেছে। এর মধ্যে ৫২টি প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করেছে। বুলগেরিয়া ও তুরস্কের এসএমই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের উন্নয়নে সহযোগিতা বাড়াতে দুটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে।

- এসএমই উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নয়নের জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ কার্যক্রমে প্রায় ২,০০০ জন উদ্যোক্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'আইসিটি ফর এসএমই', 'ই-মার্কেটিং ফর এসএমই', 'ই-কমার্স' ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৮১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১,৭০০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত ই-সেবাসমূহ:

এসএমই ওয়েবপোর্টাল-http://smef.org.bd
এসএমই পরিসংখ্যান-http://smedata.smef.org.bd
এসএমইফ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তথ্য-http://hrd.smef.org.bd/
এসএমইফ জার্নাল-http://ijsmed.smef.org.bd/
হেল্পডেস্ক-http://helpdesk.smef.org.bd
উদ্যোক্তাদের জন্য চারটি এসএমই অ্যাপস্ প্রস্তুত করা হয়-
http://smef.org.bd/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=171

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং তুরস্কের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সম্পাদনায়

মো: দাবিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

মোঃ আবদুল জলিল
উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ

জামিল আক্তার
নকশাবিদ, নকশাকেন্দ্র, বিসিক